নেক আমলের পার্থিব উপকারিতা

01-May-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযিলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই

থাকো, আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ কর কেননা তোমাদের দরুদ শরীফ আমার নিকট পৌঁছে যায়। **(মুজামু কবীর, ৩/৮২, সংখ্যা- ২৭২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্দীক ও ফারুকের প্রতি ভালোবাসার বরকত

হযরত ইয়াহইয়া বিন ইসমাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমার এক বড় বোন ছিল, সে অসুস্থ হয়ে গেলো এবং নিজের মানসিক ভারসাম্য (***Mental Balance***) হারিয়ে ফেললো। কমপেক্ষে ১০ বছরের অধিক সময় সে এই পরীক্ষার সম্মুখীন ছিল। ঘরের ছাদে একটি কক্ষ ছিল, সে ওই কক্ষে থাকতো। এক রাতে এমন হল যে, আমি আমার কক্ষে ঘুমাচ্ছিলাম, হঠাৎ কেউ দরজায় করাঘাত করল, আমি জিজ্ঞেস করলাম: কে? দরজায়

করাঘাতকারী একজন মহিলা ছিল, যখন সে তার নাম বলল তখন আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম:আমার বোন? জবাব আসলো, হ্যাঁ, তোমার বোন। এটা শোনার সাথে সাথে আমি লাফ দিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুললাম। আজকে ১০ বছর পর আমার বোন আমার ঘরে প্রবেশ করছে, তার মানসিক ভারসাম্যহীনতা কিভাবে ঠিক হয়ে গেল? কষ্ট কিভাবে দূর হয়ে গেল? এই ব্যাপারে বলতে গিয়ে আমার বোন বললো, আমি ঘুমাচ্ছিলাম, স্বপ্নে কেউ আমাকে বললো: আল্লাহ পাক তোমার দাদার নেকীর বরকতে তোমার পিতা ইসমাইলকে হিফাজত করেছেন এবং তোমার পিতা ইসমাইলের বরকতে তোমাকে হিফাজত করেছেন। তোমার দাদা ও পিতা شَيْخَيْنِ كَرِيْمَيْن অর্থাৎ মুসলমানদের ১ম ও ২য় খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا দ্বয়কে অগাধ ভালোবাসতেন। এই কারণে হযরত সিদ্দিকে আকবর এবং ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا উভয়ই আল্লাহ পাকের দরবারে তোমার ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন। এখন তুমি যদি চাও আমি দোয়া করব, আল্লাহ পাক তোমাকে আরোগ্য দান করবেন, যদি চাও তো ধৈর্যধারণ কর তাহলে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আমি বললাম: আমি তো জান্নাতই চাই, বাকী আল্লাহ পাকের রহমত বিশাল, তিনি চাইলে তো দুনিয়াতে আরোগ্য আর আখিরাতে জান্নাত উভয়টিই দান করতে পারেন। স্বপ্নে আগত লোকটি বলল: তোমার দাদা এবং পিতা শায়খাইনে কারীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا কে ভালোবাসতেন, এর বরকতে আল্লাহ পাক তোমাকে আরোগ্য দান করেছেন এবং তোমার জন্য জান্নাতের সুসংবাদও রয়েছে। **(মাজমুয়ে রসাইল ইবনে রজব, খন্ড ৩, পৃঃ ১০১)** سُبْحَانَ اللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবার ভালোবাসা, আহলে বায়তের ভালোবাসা, সিদ্দিক ও ফারুকের ভালোবাসার কেমন অনন্য

মর্যাদা.....আল্লাহ পাক আমাদেরকেও এই ঈমানী ভালোবাসা নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেকী কখনো পুরনো হয় না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেক আমল দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের মাধ্যম। নেকী ছোট হোক বা বড় এর ফল অবশ্যই পাওয়া যায়। দেখুন! হযরত ইয়াহইয়া বিন ইসমাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সম্মানিত পিতা সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দের ভালোবাসতেন, তাঁর এই ভালোবাসা, ওই নেকীর সদকায় তাঁর কন্যা দুনিয়াতে আরোগ্য লাভ করল এবং আখিরাতে জান্নাতের সুসংবাদও পেলো سُبْحَانَ الله। আল্লাহ পাকের শেষ নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْبِرُّ لَا يَبْلٰى وَ الْاِثْمُ لَا يُنْسٰى وَ الدَّيَّانُ لَا يَمُوْتُ فَكُنْ كَمَا شِئْتَ كَمَا تُدِيْنُ تُدَانُ অর্থাৎ নেকী কখনো পুরনো হয় না, গোনাহ কখনো ভুলানো হয় না, প্রতিদান দানকারী(অর্থাৎ আল্লাহ পাক) এর কখনো মৃত্যু আসবে না, অতঃপর যেটাই চাও সেটাই হয়ে যাও, যেমন কর্ম তেমন ফল। **(মুসান্নাফ ইবনে আব্দুর রায্যাক, ১০ম খন্ড, পৃঃ ১৮৯, হাদিস: ২০৪৩০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কত চমৎকার শব্দাবলি, হৃদয়ে অঙ্কন করে রাখার মতো, চেষ্টা করে আমরা এই শব্দাবলি মুখস্থ করে অন্তরে গেঁথে নিই: ★ اَلْبِرُّ لَا يَبْلٰى নেকী কখনো পুরনো হয় না ★ وَ الْاِثْمُ لَا يُنْسٰى গোনাহ কখনো ভুলানো হয় না ★ الدَّيَّانُ لَا يَمُوْتُ প্রতিদান দানকারী(অর্থাৎ আল্লাহ পাক) এর কখনো মৃত্যু আসবে না ★ فَكُنْ كَمَا شِئْتَ كَمَا تُدِيْنُ تُدَانُ অতঃপর যেটাই চাও সেটাই হয়ে যাও, যেমন কর্ম তেমন ফল।

নেক আমলের পার্থিব উপকারিতা

হে আশিকানে রাসূল! বাস্তবিকই সত্য, নেকী কখনো পুরনো হয় না। একটা হল নেক আমলের আখিরাতের প্রতিদান ও সাওয়াব, এর কতই না মর্যাদা। আল্লাহ পাক নেক আমলদার মুসলমানদের জন্য এমন নেয়ামত তৈরী করে রেখেছেন, যা কোনো চোখ দেখেনি, না কোনো কান শোনেছে আর না কারো অন্তরে এর ধারনা জন্মেছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ

(পারা:১৪, সূরা নাহল, আয়াত: ৪১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং নিশ্চয় আখিরাতের সাওয়াব খুব বড়।

এর পাশাপাশি দুনিয়াতেও নেক আমলের ভালো ফলাফল দেখতে পাওয়া যায়, কোরআন ও হাদিসে নেক আমলের অনেক দুনিয়াবী উপকার বর্ণিত হয়েছে।

নেক আমলের পার্থিব উপকার: প্রশান্তি, সুন্দর জীবন

পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত নং ৩০ এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ

(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত: ৩০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যারা এই পৃথিবীতে সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে এবং নিশ্চয় পরকালিন আবাস সর্বাধিক উত্তম।

তাফসীর সীরাতুল জিনানে রয়েছে: এই আয়াতের একটি অর্থ হল, যে লোক ঈমান গ্রহণ করেছে এবং সৎকাজ করেছে, সে দুনিয়াতে এর উত্তম প্রতিদান পাবে। **(তাফসীর সীরাতুল জিনান, পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত: ৩০, খন্ড ৫, পৃঃ ৩০৬)**

অন্য আয়াতে রয়েছে:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهٗ حَیٰوةً طَیِّبَةً

(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত ৯৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যে সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক কিংবা নারী এবং সে মুসলমান হয়, তবে অবশ্যই আমি তাকে উত্তম জীবনে জীবিত রাখব।

জানা গেল, নেক আমলের বরকতে মুমিন বান্দাকে দুনিয়াতে হালাল রিযিক, নেক, পবিত্র, প্রশান্তি, সুখময় আরাম আয়েশের জীবন দান করা হয়।

নেক আমলের ৩টি উপকারিতা

হযরত হাসান বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নেক আমল- (১) শরীরে শক্তি, (২) অন্তরে নূর (৩) চোখে আলো সৃষ্টি করে, পক্ষান্তরে মন্দ আমল:(১) শরীরে দুর্বলতা (২) অন্তরে অন্ধকার (৩) চোখে অন্ধত্ব আসে। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৩৮৫, সংখ্যা: ১০৯৪১)**

১০০ বছর বয়সেও শারীরিক শক্তি বহাল

একজন অনেক বড় আলীম, আল্লামা আবু তৈয়্যব তাবারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনি ১০০ বছরের চেয়েও অধিক আয়ু পেয়েছেন, ওই বয়সেও তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও শক্তিমান ছিলেন। তাঁর কাছে কেউ তাঁর সুস্থতার রহস্য জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: আমি যুবক অবস্থায় আমার শারীরিক শক্তিকে গোনাহ থেকে নিরাপদ রেখেছি (নিজেকে নেকীর কাজে নিয়োজিত রেখেছি) এর বরকতে আজকে যখন আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি তখন আল্লাহ পাক আমার শারীরিক শক্তিকে আমার জন্য অবশিষ্ট রেখেছেন। **(মাজমুয়ে রসাইল ইবনে রজব, ৩ খন্ড, পৃঃ ১০০)**

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! এটাই হল নেক আমলের দুনিয়াবী উপকারিতা....!! যে গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে নেক আমলে লেগে থাকে, আল্লাহ পাক তাকে সুস্থ সবল প্রশান্তিময় জীবন দান করেন।

নেক আমলের দুনিয়াবি উপকারিতা: বিপদ আপদে সহজতা

নেক আমলের একটি দুনিয়াবী উপকার এটাও যে, নেক আমলের বরকতে বিপদ আপদ থেকে সহজতা নসীব হয়। আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

(পারা ২৮, সূরা তালাক্ব, আয়াতঃ ৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার কাজকে সহজ করে দেবেন।

অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

(পারা ২৮, সূরা তালাক্ব, আয়াত ২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দিবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা নেক আমলের অন্যতম ও মৌলিক উপকারিতা, যে বান্দা নেক আমল করে, আল্লাহ পাক বিপদের সময়ও তার জন্য সহজতা তৈরী করে দেন, যে সময় বান্দা মুক্তির কোন পথ দেখতে পায় না, আল্লাহ পাক ওই সময় তার জন্য রাস্তা তৈরী করে দেন।

নেকী মন্দ পথ রুদ্ধ করে দেয়

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِيْ مَصَارِعَ السُّوْءِ অর্থাৎ নেক আমল মন্দতা থেকে বাঁচিয়ে নেয়।

(মুজামু আউসাত, খন্ড ৪, পৃঃ ৩১১, হাদিস: ৬০৮৬)

গুহায় দুধ কে পাঠালো?

আজ থেকে প্রায় দেড়শত, পৌনে দুইশত বছর পূর্বের ঘটনা, আরবের কোন গ্রামে এক লোক বাস করতো, যার নাম ছিল ইবনে জুদয়ান, বসন্তকালে একবার সে তার উটের খামারে গেল, সে দেখলো: তার উট তরুতাজা ও খুবই স্বাস্থবান হয়ে গেছে, এক উটনী তো খুব স্বাস্থবান ছিল, তার দুধ প্রায় পড়ে যাচ্ছিলো, এটা দেখে শুকরিয়ায় তার মাথা ঝুঁকে গেল। এরপর হঠাৎ তার চতুর্থ পারার, সূরা আলে ইমরানের ৪নং আয়াতের কথা স্মরণে আসলো:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমরা কখনো পূন্য পর্যন্ত পৌঁছবে না যতক্ষণ আল্লাহর পথে আপন প্রিয় বস্তু ব্যয় করবে না।

সে সিদ্বান্ত নিয়ে নিল যে, এই উটনী এবং এর বাচ্চাকে আল্লাহ পাকের রাস্তায় সদকা করবো। অতঃপর তার এই সিদ্বান্ত কার্যকর করার জন্য উটনী ও উটনীর বাচ্চাকে সাথে নিল এবং তার এক প্রতিবেশীর ঘরে পৌঁছল, এই প্রতিবেশী খুবই গরীব ছিল, তার সাতটি কন্যা ছিল। ইবনে জুদয়ান দরজা করাঘাত করলেন, প্রতিবেশী বাহিরে বের হল, ইবনে জুদয়ান উটনীর রশি প্রতিবেশীর হাতে দিয়ে বললেন, ভাই! এটা রাখ....!! এটা আমার পক্ষ থেকে তোহফা (উপহার), খুশিতে প্রতিবেশীর চেহারা উদ্ভাসিত হল, নিশ্চয় সে মনে মনে অনেক দোয়াও করল হয়ত। ইবনে জুদয়ান উটনী সদকা করে পুনরায় ফিরে আসলেন, দিন অতিবাহিত হল, বসন্তকাল শেষ হল, হেমন্তকাল এসে গেল, গাছের পাতা ঝরে গেল, তীব্র আকারে গরম পড়তে শুরু করল, মরুভূমিতে পানির

স্বল্পতা দেখা দিল, লোকেরা এক ঢোক পানির আশায় ব্যাকুল, এমতাবস্থায় একদিন ইবনে জুদয়ান তার ছেলেদেরকে সাথে নিয়ে পানির অন্বেষণে বের হলেন, অনেক দূরে কোন এক জায়গায় জমিনের নিচে তিনি একটি গুহা দেখতে পেলেন, ইবনে জুদয়ান ধারনা করলেন যে, অবশ্যই সেখানে পানি থাকবে। অতঃপর তিনি তার ছেলেদের বাহিরেই দাঁড় করালেন, স্বয়ং নিজে ভিতরে প্রবেশ করলেন, আশা তো ছিল যে, পানি পাবেন কিন্তু এখানে পানি নেই বরং কাঁদামাটি ছিল। ইবনে জুদয়ান কাঁদামাটিতে আটকে গেলেন, ছেলেরা বাহিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, যখন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হল, ইবনে জুদয়ান ফিরে আসলেন না, তখন ছেলেরা মনে করল যে, তাদের বাবা জীবিত নেই, তিনি জমিনের নিচে গুহায় কোথাও আটকে মৃত্যুবরণ করেছেন। ছেলেরা ঘরে ফিরে আসল, বাবার উত্তরাধিকার বন্টন শুরু হল, সেই মূহুর্তে তাদের মনে পড়ল যে, ইবনে জুদয়ান প্রতিবেশীকে একটি উটনী উপহার দিয়েছিলেন, লোভী ছেলে উটনী ফেরত আনতে প্রতিবেশীর ঘরে গেল, যখন প্রতিবেশী সমস্ত ঘঠনা শুনল তখন সে উটনী তাকে ফিরিয়ে দিল স্বয়ং নিজে তাঁর মুহসীনকে (অনুগ্রহকারীকে খুঁজতে বের হল, যখন ওই প্রতিবেশী ওই গুহায় পৌঁছল যেখানে ইবনে জুদয়ান হারিয়ে গিয়েছিলেন, তখন সে তার মুহসীনকে (অনুগ্রহকারী) সাহায্য করার জন্য গুহার ভিতর প্রবেশ করল, ভিতরে খুবই অন্ধকার ছিল, কাঁদাও ছিল, এরপরও সে সামনে অগ্রসর হতে লাগল, হঠাৎ সে কারো শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেল, সে অন্ধকারে খোঁজাখোজি করলে বুঝতে পারল যে, এটা কোন মানুষের শরীর, সে ইবনে জুদয়ানকে ডাক দিল, ইবনে জুদয়ান এখনো জীবিত ছিল, প্রতিবেশী তার মুহসীনকে সাহায্য করল এবং তাকে গুহা থেকে বের করে

ঘরে নিয়ে আসল, ঘরে এসে সে জিজ্ঞাসা করল: হে ইবনে জুদয়ান ! তুমি গুহাতে প্রায় এক সপ্তাহ বন্দী ছিলে, এতদিন পানাহার ছাড়া তুমি কিভাবে জীবিত ছিলে? ইবনে জুদয়ান বলল: খুবই অন্ধকার ছিল, আমি কিছুই দেখতে পেতাম না, তবে প্রতিদিন আমার মুখের কাছে দুধের একটি পাত্র আসত, আমি সেটা পান করে নিতাম, এরই মাধ্যমে জীবিত ছিলাম কিন্তু গত দুই দিন যাবৎ জানি না কেন পাত্র আসা বন্ধ হয়ে গেল। প্রতিবেশী বুঝে গেল, তুমি আমাকে উটনী তোহফা হিসেবে দিয়েছিলে, দুইদিন আগে তোমার ছেলে আমার কাছ থেকে ওই উটনী নিয়ে গেছে। তোমার প্রদত্ত উটনীর দুধ আমরা গরীবরা পান করতাম, এর বদলা (প্রতিদান) তুমি গুহার মধ্যে পাচ্ছিলে।

হে আশিকানে রাসূল! এটাই হল নেক আমলের দুনিয়াবী উপকার, আমরা যেই নেক আমলই করিনা কেন সেটাকে নিঃশেষ করে দেওয়া হয় না, নেকী খারাপ মূহুর্তে কাজে এসে যায়। এই কারণে নেক আমল করতে থাকা উচিত।

পরিবার, সন্তানদের হেফাযত

নেক আমলের আরো অনেক দুনিয়াবী উপকার রয়েছে, যেমন: নেক আমলের বরকতে শত্রুদের থেকে হেফাজত করা হয়। ✸ নেক আমলের বরকতে আসমান জমিনের বরকত নসীব হয়। ✸ নেক আমলের বরকতে দারিদ্রতা ও অভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ✸ নেক আমলের বরকতে আল্লাহ পাকের বিশেষ সাহায্য লাভ হয়। ✸ নেক আমলের বরকতে হায়াত বৃদ্ধি পায়। ✸ নেক আমলের বরকতে ইচ্ছা শক্তি সুদৃঢ় হয়। ✸ নেক আমলের বরকতে সম্মান বৃদ্ধি পায়। ✸ আল্লাহ পাক

মাখলুকের অন্তরে নেক বান্দাদের ভালোবাসা প্রবেশ করিয়ে দেন। ✱ আরেক অন্যতম উপকার হল নেক আমলের বরকত শুধুমাত্র নেককার বান্দা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এর সদকায় তার পরিবারেও বরকত নসীব হয়।

এতিমদের ধন-ভান্ডারের হেফাযত

কোরআনুল করীমে হযরত মূসা ও হযরত খিযির عَلَيْهِمَا السَّلَام এর ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। হযরত মূসা ও হযরত খিযির عَلَيْهِمَا السَّلَام কোনো এক গ্রাম দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, হযরত খিযির عَلَيْهِ السَّلَام একটি প্রাচীর দেখলেন, যেটা প্রায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম ছিল, তিনি ওই প্রাচীর ঠিক করে দিলেন। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام যখন এর হিকমত জিজ্ঞাসা করলেন তখন বললেন:

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ

(পারা ১৬, সূরা কাহাফ, আয়াতঃ ৮২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: বাকী রইল ঐ প্রাচীর, তা ছিল নগরের দুজন এতিম বালকের এবং সেটার নীচে তাদের গুপ্ত ধন-ভান্ডার ছিল এবং তাদের পিতা সৎ লোক ছিল, সুতরাং আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন যে, তারা উভয়ে তাদের যৌবনে পদার্পন করুক এবং তারা আপন ধন-ভান্ডা উদ্ধার করুক, আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনুমান করুন! কেমন দয়া, একটি প্রাচীর, এর নিচে এতিম বাচ্চাদের ধন-ভান্ডার গুপ্ত রয়েছে। আল্লাহ পাক

www.dawateislami.net

তাঁর নবী হযরত খিযির عَلَيْهِ السَّلَام কে পাঠালেন যে, প্রাচীরটি ঠিক করে দাও যাতে এতিম বাচ্চাদের ধন-ভান্ডারের কোন ক্ষতি না হয়, তাদের উপর এই দয়া কেন? এই জন্যই যে,

وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا

(পারা ১৬, সূরা কাহাফ, আয়াতঃ ৮২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তাদের পিতা সৎ লোক ছিল।

ওলামায়ে কেরাম বলেন: সেই নেককার ব্যক্তির নাম ছিল কাশেহ। আর সে এই এতিম বাচ্চাদের অষ্টম বা দশম পূর্ব পুরুষ ছিল। **(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ১৬, সূরা কাহাফ, আয়াত ৮২, খন্ড: ৬, পৃঃ ২৫)**

سُبْحَانَ الله এটাই হল নেক আমলের বরকত.....!! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোনো ব্যক্তি নেককার হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক তার বংশ পরম্পরাকে উন্নতি করে দেন এবং তার বংশ এমনকি তার প্রতিবেশীদেরকেও সুরক্ষিত রাখেন। **(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ১৬, সূরা কাহাফ, আয়াত ৮২, খন্ড: ৩, পৃঃ ১৭৪)**

সন্তানদের হিফাজতের অনন্য ধরন

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সন্তানকে বলতেন, পুত্র! আমি তোমার কারণে অধিক নামায পড়ে থাকি, যাতে আল্লাহ পাক এই নামাযের সদকায় তোমার হেফাযত করেন।

(মাজমুয়ে রসাইল ইবনে রজব, খন্ড ৩, পৃঃ ১০০)

سُبْحَانَ الله প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ✯ আমরাও আমাদের সন্তানদের হেফাযত করি ✯ তাদের জন্য চিন্তায় থাকি ✯ শিশু জন্মগ্রহণ করে বরং তার জন্মের পূর্বেই তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিই ✯ আমাদের সন্তান মুখাপেক্ষী না থাকুক ✯ তার কোন জিনিসের যেন ঘাটতি না থাকে ✯ সে বড় লোক হোক ✯ তাকে যেন

অন্যের দয়ায় থাকতে না হয় ✯ এর জন্য পরিকল্পনা করে, সন্তান পাওয়ার পর মানুষ আগের তুলনায় অধিক উপার্জনের চেষ্টা শুরু করে দেয়, ভাল কথা, সন্তানদের জন্য চিন্তা করা উচিত, কিন্তু বুযুর্গদের ধরন দেখুন কেমন অনন্য হয়ে থাকে....!! সন্তান যেন বিপদ আপদ, বালা মুছিবত, দারিদ্রতা, অভাব ইত্যাদি থেকে নিরাপদ থাকে। আল্লাহ পাক সন্তানদের হেফাযত করুক, এই উদ্দেশ্যে হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ অধিক নামায আদায় করতেন। سُبۡحٰنَ اللّٰہ কেমন মহিমা....!!

আল্লাহ পাক আমাদেরকেও তাওফিক দান করুক। ✯ আল্লাহ পাক সন্তানের নিয়ামত দ্বারা ধন্য করুক, এখন থেকে দুই রাকাত নফল নামায পড়া শুরু করে দিন ✯ আগে সদকা করতেন, এখন সদকার সংখ্যা বাড়িয়ে দিন ✯ ১ পারা কোরআনুল করীমের তিলাওয়াত করতেন এখন ২ পারা শুরু করে দেন ✯ সন্তানের নামে নেকী করা শুরু করুন যাতে আল্লাহ পাক এই দুনিয়াতেও আমাদের সন্তানদের হেফাযত করেন, আমাদের সন্তানদের আমাদের হকে নেককার করেন এবং আখিরাতেও তাদেরকে সফল করেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে ত্বরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযভী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বর্তমানে এই ফিৎনা ফ্যাসাদের যুগে নেক আমলের অনুসারী হওয়ার জন্য খুব সন্দর এবং অমূল্য ব্যবস্থাপত্র দান করেছেন। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২ নেক আমল, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩ নেক আমল, ছাত্রদের জন্য ৯২ নেক আমল। আসুন! এই নেক আমল সমূহের মধ্যে হতে কয়েকটি দুনিয়াবি উপকারিতা শুনি:

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ভালো নিয়্যতের তিনটি দুনিয়াবী উপকারিতা:

৭২ নেক আমলের মধ্যে হতে প্রথম নেক আমল: আজকে কি আপনি কিছু না কিছু জায়েয কাজের পূর্বে কমপক্ষে একটি ভালো নিয়্যত করেছেন? ভালো নিয়্যতের পরকালের দিক দিয়ে উপকারই উপকার রয়েছে, দুনিয়াবী দিক দিয়েও এর অনেক উপকার রয়েছে।

(১) ইতিবাচক চিন্তা পাওয়া যায়:

আধুনিক সাইকোলজি (মনোবিজ্ঞান) অনুসারে যে কোন কাজে সফলতা ও উন্নতি এবং উচ্চতার জন্য একজন মানুষের মধ্যে যে গুণাবলী থাকা আবশ্যক, তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক গুণ হল বান্দা ইতিবাচক চিন্তার অধিকারী হবে। নেতিবাচক চিন্তার অধিকারী প্রথমত তো সফলই হয় না, যদি সে সফল হয়েও যায় তবে সে নিজের সফলতাকে ধরে রাখতে পারে না। এই কারণে ইতিবাচক চিন্তা দুনিয়াতে সফল হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত। ভালো নিয়্যতের অন্যতম উপকার হল যে, ভালো নিয়্যতের অভ্যাসের বরকতে ইতিবাচক চিন্তা নসীব হয়। ভালো নিয়্যত মূলতঃ কী? ভালো নিয়্যত হলো যে কোনো কাজের সাথে ইতিবাচক সম্পৃক্ততা। আমরা যে কোনো কাজ করার পূর্বে ওই কাজের ভালো দিক অন্বেষণ করি, এরপর ওই ভালো দিককে মনে রেখে ওই ভালো দিককে নিজের উদ্দেশ্য বানিয়ে ওই কাজ করি। এটাই হলো ইতিবাচক চিন্তাধারা। উদাহরণ স্বরূপ, একটি ছেলে ***B.A /M.A /PHD*** ইত্যাদি করতে চায় কিন্তু তার বাবা মা তাকে দরসে নিজামীতে (অর্থাৎ আলিম কোর্স) ভর্তি করে দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে সচরাচর ছেলে বাবা-মা'র সামনে বাধ্য হয়ে ওই কাজটি করে কিন্তু মানসিকভাবে বিপরীত

থাকে, টাইম পাস (সময় নষ্ট) করে এবং মনোযোগ দিয়ে পূর্ণ পরিশ্রম করতে পারে না, যদি ছেলে একটি ভালো নিয়্যত করে নেয় যে, আমি আমার বাবা মার আনুগত্য করে, তাদেরকে খুশি করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য দরসে নিজামী করবো। এই একটি ভালো নিয়্যত তাকে ইতিবাচক বানিয়ে দেবে। তার পুরো মাইন্ড সেট বদলে যাবে, এখন তার পড়াশুনায় মন বসবে, আগ্রহও সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং সে মন দিয়ে পরিশ্রম করে পড়াশুনাও করে নিবে এবং সময় নষ্ট করা থেকেও বেঁচে যাবে।

সন্তানকে প্রশিক্ষণ দেয়ার একটি ভালো নিয়্যত:

এমনিভাবে ওলামায়ে কেরাম বলেন: পিতার উচিত যে, সন্তানদের লালন পালন এই নিয়্যতে করা যে, আমার এই ছেলে বা মেয়ে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ করবে।

(হাশিয়ায়ে শায়খ যাদাহ আলী, তাফসীরে বায়যাভী, পারা ১৯, সূরা শূয়ারা, আয়াত:৮৮, খণ্ড: ৬, পৃঃ ৩৪৭)

আপনি এই নিয়্যত করে দেখুন ! আমরা সঠিক অর্থে এই ভালো নিয়্যত করতে সফল হয়ে গেলে এই নিয়্যত হতেই মাইন্ড সেটাপ তাড়াতাড়ি ইতিবাচক হয়ে যাবে। সন্তানের ভালোবাসা প্রথম থেকেই ছিল অন্তরে ছিল, এখন আরো বেড়ে যাবে, প্রশিক্ষণ দেয়ার সময় অন্তর নম্র হতে মন চাইবে, সন্তানের ব্যাপারে যে স্বপ্ন দেখেছেন, তার ভবিষ্যতের ব্যাপারে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেগুলি সব ইতিবাচক হয়ে যাবে।

(২) নেয়ামত মুসিবত হওয়া থেকে বেঁচে যায়:

আমরা এই দুনিয়াতে অনেক কল্যাণ, সফলতা লাভ করি, কিন্তু প্রতিটি দেখতে ভালো জিনিস প্রত্যেকের জন্য নেয়ামত হবে এটা আবশ্যক নয়, দুনিয়াবী সফলতা, ধন-সম্পদ, সুস্থতা, পদ পদবী মুসিবতেও

রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। দেখুন ! ফেরাউন বাদশা ছিল, এই বাদশাহী কি তার জন্য নেয়ামত ছিল? না, কারুন অনেক সম্পদশালী ছিল, যত সম্পদ তার কাছে ছিল সম্ভবত বর্তমানে কারো কাছে এত সম্পদ নেই কিন্তু এই ধন-সম্পদ কি তার জন্য নেয়ামত ছিল....!! এগুলি তার জন্য মুসিবত ছিল। যদি আমরা ভালো নিয়্যতের অভ্যাস বানিয়ে নেই তবে এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله দুনিয়াতে প্রাপ্ত নেয়ামত, সফলতা মুসিবত হওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। দেখুন! দুনিয়ার জন্য উপার্জিত সম্পদ আখিরাতের ধ্বংসের কারণ, যদি আমরা সম্পদ উপার্জনে ভালো নিয়্যত করে নিই তবে এই সম্পদ আখিরাতে নাজাতের মাধ্যম হয়ে যাবে।

সে আল্লাহ পাকের রাস্তায় রয়েছে:

মু'জামু সগীরের বর্ণনা: একদিন সকালে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দের সাথে উপবিষ্ট ছিলেন, একজন শক্তিশালি ও সুঠাম দেহের অধিকারী যুবক উপার্জনের জন্য কোথাও যাওয়ার সময় সে দিক দিয়ে অতিক্রম করল, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তাকে দেখে বললেন: হায়! তার যৌবন এবং শক্তি যদি আল্লাহ পাকের রাস্তায় ব্যয় হত! এতে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এমনটি বলো না! কারণ যদি সে প্ররিশ্রম ও চেষ্টা এই জন্যই করে যে, নিজেকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে লোকদের থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে তবে সে অবশ্যই আল্লাহ পাকের রাস্তায় রয়েছে। আর যদি সে নিজের দুর্বল বাবা-মা এবং দুর্বল সন্তানদের জন্য প্ররিশ্রম করে তবুও সে আল্লাহ পাকের রাস্তায় রয়েছে। আর যদি সে অহংকার করার জন্য এবং অধিক সম্পদের অন্বেষণের জন্য তড়িগড়ি করে তবে সে শয়তানের রাস্তায় রয়েছে। **(মুজামু সগীর, পৃঃ ৬৪৮, হাদিসঃ ৯৪০)**

হে আশিকানে রাসূল! চিন্তা করুন! কাজ একই, ওই লোকটি সম্পদ উপার্জনের জন্যই যাচ্ছিলো কিন্তু তার এই একটি কাজ রহমানের রাস্তাও হতে পারে, শয়তানের রাস্তাও হতে পারে। পার্থক্য কী? শুধুমাত্র নিয়্যতের পার্থক্য, যদি নিয়্যত ভালো হয় তবে এই সম্পদ উপার্জন নেকী হয়ে যাবে, দুনিয়াতে এই সম্পদের মাধ্যমে উপকার সাধিতও হবে এবং এই সম্পদই নাজাতের মাধ্যম হয়ে যাবে। কিন্তু যদি নিয়্যত মন্দ হয় তবে এই সম্পদ উপার্জন মুসিবত হয়ে যাবে, দুনিয়াতে এর উপকার পাক বা না পাক, আখিরাতে অবশ্যই এর ক্ষতি হতে পারে।

(৩) যেমন নিয়্যত তেমন উদ্দেশ্য:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভালো ভালো নিয়্যত সম্পন্ন নেক আমলের আরেকটি দুনিয়াবী উপকার আরজ করব। প্রসিদ্ধ বাণী হল: যেমন নিয়্যত তেমন উদ্দেশ্য। ভালো নিয়্যতের একটি দুনিয়াবী উপকার এটাও যে, ভালো নিয়্যতের বরকতে আল্লাহ পাক চাইলে না শুধু উদ্দেশ্য পূরণ হয় বরং সর্বোত্তমভাবে পূরণ হয়। যদি নিয়্যতে মন্দতা এসে যায় তবে আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হোক বা না হোক তবে ক্ষতি অবশ্যই হয়।

নামাযের দুনিয়াবী উপকারিতা

৭২ নেক আমল সমূহ হতে আরেকটি নেক আমল হল: আপনি কি আজকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াত সহকারে আদায় করেছেন?

নামায তো দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার চাবিকাঠি। নামায পড়ার পার্থিব যে উপকার আছে তাতো আছেই, দুনিয়াবী উপকার এতটাই বেশি যে, সেগুলির গণনা করা যায় না।

(১) নামাযের সামাজিক উপকার:

✦ নামায হল একটি শুকরিয়া আর শুকরের বরকতে নেয়ামত বৃদ্ধি পায়। ✦ নামায প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ, যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ধারাবাহিকতার সাথে আদায় করার অভ্যাস বানিয়ে নেয় اِنْ شَآءَ الله ফরজ আদায়কারী হয়ে যাবে। ✦ অবহেলা ✦ উদাসীনতা ✦ এবং অলসতার বিপদ থেকে বাঁচতে সফলকাম হয়ে যাবে। ✦ আধুনিক সাইকোলজি (মনোবিজ্ঞান) অনুযায়ী যে কোন কাজে সফলতার জন্য সুদৃঢ় ইচ্ছা শক্তি অবশ্যই আবশ্যক। যার ইচ্ছা শক্তি সুদৃঢ় হয় না সে দ্বিধাদ্বন্ধে পড়ে যায়, এই কারণেই ইচ্ছা শক্তিকে সফলতার মূল শর্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নামাযের এক দুনিয়াবী শ্রেষ্ট উপকার হল এই নেক আমলের বরকতে ইচ্ছা শক্তিও সুদৃঢ় হয়ে যায়। ✦ আর নামাযের এক অন্যতম উপকার হল নামায সুরক্ষার প্রাচীর, ঔষধ দু ধরনের হয়ে থাকে, একটি নরমাল ঔষধ যেটা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ দূরীভূত করে। আরেকটা হল ভ্যাকসিন (***Vaccine***), এটা রোগও দূর করে, সাথে সাথে ভবিষ্যতে ওই রোগ না হওয়া থেকেও বাঁচায়, নামায মূলতঃ এক রুহানী ভ্যাকসিন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

(পারা ২১, সূরা আনকাবুত, আয়াতঃ ৪৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত রাখে।

এটা নামাযের অন্যতম উপকার যে, নামায না শুধু আমাদের নেতিবাচক চিন্তা, নেতিবাচক কাজ, নেতিবাচক চরিত্রকে ইতিবাচক করে বরং আমাদের কার্যাবলি, চরিত্র, অভ্যাস, কথাবার্তা ইত্যাদিকে পুনরায় নেতিবাচক হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নেয়।

নামায সংশোধনের কারণ

একবার এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বারেগাহে রেসালতে উপস্থিত হলেন, আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! অমুক ব্যক্তি নামাযও পড়ে আবার চুরিও করে। আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাকে ছেড়ে দাও, তার নামায তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, খণ্ড: ৪, পৃঃ ৬৫৮, হাদিস: ১০০৩০)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযের ৬টি শর্ত, ৭ ফরজ, ৩০ ওয়াজিব, ৯২ টি সুন্নাত এবং অনেক বাতেনী আদব রয়েছে। যদি আমরা এই সব কিছুর দিক লক্ষ্য রেখে নামায আদায় করি তাহলে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ নামায আমাদের চরিত্র ও কার্যকলাপকে পরিচ্ছন্ন করে ইতিবাচক ও আকর্ষণীয় বানিয়ে দিবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ধারাবাহিকতার সাথে মসজিদে প্রথম তাকবীরের সাথে পড়ার তাওফিক দান করুক।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(২) নামাযের শারীরিক উপকার:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শারীরিকভাবেও নামাযের অনেক উপকার রয়েছে। নামাযের বরকতে বান্দা ✧ মস্তিস্ক (*Mental*) ✧ স্নায়ুবীয় *Neural* ✧ মানসিক রোগ *Psychological Diseases* ✧ গ্রন্থির ব্যাথা *Joints pain* ✧ পাকস্থলী আলসার *Stomach ulcers* ✧ সুগার *Diabetes* ✧ পক্ষাঘাত *Paralysis* ✧ উচ্চ রক্তচাপ *Blood pressure* ✧ চোখ ও গলার রোগ *Eyes and Throat* থেকেও সুরক্ষা হয়ে যায়। সঠিক পদ্বতিতে নামায আদায়

কোলেস্টরল *Cholesterol* এর পরিমাণকে স্বাভাবিক *Normal* রাখার এক চিরস্থায়ী মাধ্যম। নামাযের কিয়াম অবস্থায় *Backbone* মেরুদন্ডের হাড্ডি প্রশান্তি পায়। আর রুকু করার মাধ্যমে *Backache* কোমর ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পেটের মাসল ✧ পাকস্থলী এবং নাড়িভূড়ির শৃঙ্খলার উন্নতি হয়। পাথর হওয়ার প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে যায় ✧ নামাযের মাধ্যমে হাঁটু ও কনুই এর গ্রন্থি মজবুত হয়। নামায গর্দান এবং কাধের রগের জন্য সর্বোত্তম ব্যায়াম ***Exercise***।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আরো কিছু নেক আমলের দুনিয়াবি উপকারিতা:

হে আশিকানে রাসূল! এমনিভাবে ৭২ নেক আমলের মধ্যে অবশিষ্ট যে নেক আমল সমূহ রয়েছে, সেগুলোরও অনেক উপকার ও বরকত রয়েছে। যেমন: নেক আমল নম্বর ২১: আজকে কি আপনি ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়েছেন? এই নেক আমলের উপর আমলের বরকতে ভোরবেলা পায়ে হাটার সুযোগ হয়, যেটার কারণে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ✧ পায়ে হাটা বিভিন্ন ধরনের রোগ হার্ট এটাক ***Heart Attack***, পক্ষাঘাত, মস্তিস্কের রোগ, হাত পা এবং শারিরীক ব্যাথা, মুখ এবং গলার রোগ, মুখের ছালি, বক্ষ ও ফুসফুসের রোগ, বুকে জ্বালা, সুগার, উচ্চ রক্তচাপ, লিভার ও পিত্তের রোগ ইত্যাদি থেকে বাঁচায়। ✧ এর মাধ্যমে ওজন ভারসাম্যে থাকে। ✧ হাড্ডি মজবুত হয় এবং সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভালোভাবে কাজ করে। **(সাদায়ে মদীনা, পৃঃ ১৬)**

নেক আমল নম্বর ৩১ অনুসারে মিসওয়াক করার অভ্যাস গড়ার অনেক বরকত রয়েছে। বৈজ্ঞানীক গবেষণা ***Research*** অনুযায়ী

মিসওয়াকের আশ ব্যাকটেরিয়াকে স্পর্শ করা ছাড়াই সরাসরি ধ্বংস করে দেয় এবং দাতের অনেক রোগ থেকে বাঁচায়। এটা দাত এবং মুখ পরিস্কার এবং মাড়ির সুস্থতার জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম। অ্যামেরিকায় দাতের ব্যাপারে অনুষ্ঠিত একটি মিটিংএ বলা হয়েছে যে, মিসওয়াকে এমন পদার্থ ***Substances*** থাকে যেটা দাতকে দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে এবং সকল ঔষধ যেগুলো দাত পরিস্কারের জন্য ব্যবহার হয়, সেগুলোর মধ্যে থেকে অধিক উপকারি হল মিসওয়াক। **(মিসওয়াক শরীফ কি ফাযাইল, পৃঃ ৭)**

নেক আমল নম্বর ৩৩ অনুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার বরকতে বার্ধক্য দেরীতে আসে এবং চেহারা নূরানী হয়ে যায়।

নেক আমল নম্বর ৩৮ অনুসারে সত্য কথা বলার বরকতে শারীরিক এবং মস্তিস্কের উন্নতি হয়। একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মিথ্যা বলা মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে এবং নিদ্রাহীনতা ও আলসারের কারণ হয়। মিথ্যাবাদী সত্যকে গোপন করার কারণে ***Depression*** মানসিক চাপের স্বীকার হয়ে যায়, সুতরাং সত্য বলে এই সকল বিপদ থেকে বাঁচা যেতে পারে।

নেক আমল নম্বর ৬২ অনুসারে প্রত্যেক সোমবারে (অথবা বাদ পড়লে যে কোন দিন) রোজা রাখা পাকস্থলীর সমস্যা এবং রোগসমূহের জন্য উপকারি, রোজা রাখার মাধ্যমে হজম প্রক্রিয়া উন্নত, সুগার ল্যাবেল, কোলেষ্ট্রল এবং উচ্চ রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে, এছাড়া হৃদকম্পনের ঝুঁকিও থাকে না কারণ রোজার সময় রক্তের পরিমাণ কমে যায় এবং হৃদয় অত্যন্ত উপকারী শান্তি লাভ করে। রোজার মাধ্যমে শারীরিক খিঁচুনি, মানসিক চাপ, বিষণ্ণতা এবং মানসিক রোগের অবসান হয়। স্থুলতা হ্রাস

এবং অতিরিক্ত চর্বি কমে যায়। রোজা রাখার কারণে বন্ধা মহিলার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা অনেকগুণ বেড়ে যায়।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৪, খণ্ড ১, পৃঃ ২৯৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযিলত এবং কিছু আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। নবী করীম ইরশাদ করেনঃ مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِیْ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَمَنْ اَحَبَّنِیْ كَانَ مَعِیَ فِی الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো সে আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। **(তারীখে মদীনা দামেস্ক, খন্ড ৯, পৃঃ ৩৪৩)**

ঘরে দ্বীনি পরিবেশ তৈরী করার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! ঘরে দ্বীনি পরিবেশ তৈরী করার মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে দুইটি ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লক্ষ্য করুন। (১) ইরশাদ করেন: তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না, নিশ্চয় যেই ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয় শয়তান সেই ঘর থেকে পালিয়ে যায়। **(মুসলিম, পৃঃ ৩০৪, হাদিস: ১৮২৪)** (২) ইরশাদ করেন: যেই ঘরে আল্লাহ পাকের যিকির করা হয় এবং যেই ঘরে আল্লাহ পাকের যিকির করা হয় না, উভয়ের উদাহরণ জীবিত ও মৃতের ন্যায়। **(বুখারী, ৪/ ২২০, হাদিস:)** ✸ ঘরে আসা যাওয়ার সময় উঁচু আওয়াজে সালাম করুন ✸ মা অথবা বাবাকে আসতে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান। ✸ দিনে কমপক্ষে একবার ইসলামী ভাই বাবার আর ইসলামী বোন মায়ের হাত এবং পায়ে চুম্বন করুন। ✸ বাবা-মা'র সামনে আওয়াজ নিচু রাখুন, তাদের চোখে চোখ রাখবেন না। ✸ তাদের অর্পিত প্রত্যেক ওই কাজ যেটা শরয়ী বিরোধী না

হয় তাড়াতাড়ি করে নিন। ✸ মা এমনকি ঘর ও বাহিরে একদিনের বাচ্চাকেও " আপনি" বলে সম্বোধন করুন। ✸ নিজের মহল্লার মসজিদে এশার জামায়াতের সময় থেকে নিয়ে দুই ঘন্টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ুন। ✸ হায়! তাহাজ্জুদের সময় চোখ খুলে যেত অন্যথায় কমপক্ষে ফজরের নামায খুব সহজে (মসজিদের প্রথম কাতারে জামায়াত সহকারে) সুযোগ হত! এরপর কাজ কর্মেও অলসতা যেন না হয়। ✸ ঘরে যদি নামাযে অলসতা হয়, পর্দাহীনতা, ফীল্ম, ড্রামা এবং গান বাজনার ধারাবাহিকতা হয় তবে বারংবার তিরস্কার করবেন না।

ঘোষণা

ঘরে দ্বীনি পরিবেশ তৈরী করার অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়তী হালকায় বর্ণনা করা হবে সুতরাং সেগুলো শিখার জন্য তরবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১ মে ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

ঘরে দ্বীনি পরিবেশ তৈরী করার অবশিষ্ট মাদানী ফুল:

✸ সবাইকে নম্রতার সাথে সুন্নাতে ভরা বয়ান শোনান। اِنْ شَآءَ الله মাদানী ফলাফল আসাটা দেখতে পাবেন। ✸ ঘরে যতই ধমক বরং মারপিটও হয়, ধৈর্য ধৈর্য এবং ধৈর্যধারণ করুন, যদি আপনি মুখ খুলেন তবে দ্বীনি পরিবেশ তৈরী হওয়ার কোন আশা নেই বরং অনৈক্য তৈরী হবে। ✸ অহেতুক কঠোরতা করলে কখনো কখনো শয়তান মানুষকে জেদী বানিয়ে দেয়। সুতরাং রাগ, খিটখিটে স্বভাব এবং বকাঝকা ইত্যাদি অভ্যাস একেবারে ছেড়ে দিন। ✸ ঘরে প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাত এর দরস অবশ্যই অবশ্যই দিন এবং শুনুন। ✸ নিজের ঘরের সদস্যদের দুনিয়া ও আখিরাতের ভালোর জন্য আগ্রহের সহিত দোয়াও করতে থাকুন, দোয়া মুমিনের হাতিয়ার। ✸ শ্বশুরবাড়িতে অবস্থানরত মহিলারা যেখানে ঘরের কথা আলোচনা হয় সেখানে শ্বশুরবাড়ি আর যেখানে বাবা-মা'র কথা আলোচনা হয় সেখানে শ্বশুর শাশুড়ির সাথে উত্তম আচরণ করবে, যতক্ষণ না কোন শরয়ী প্রতিবন্ধকতা না আসে। **(জান্নাত কি তৈয়্যারি, পৃঃ ১১৬-১১৮)** ✸ ঘরের সদস্যদের গোনাহ ভরা চ্যানেল থেকে ফিরিয়ে শুধুমাত্র মাদানী চ্যানেল দেখানোর ব্যবস্থা করুন। **(ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, পৃঃ ৭)** ✸ ভাবগাম্ভীর্যতা অবলম্বন করুন! ঘরে তুই তুকারি, আবল-তাবল এবং হাসি টাট্টা করা, কথায় কথায় রাগান্বিত হওয়া, খাবারে দোষ ত্রুটি বের করা, ছোট ভাই বোনদের বকাঝকা করা, মারধর করা, ঘরে বড়দের সাথে ঝগড়া এবং

www.dawateislami.net

বাকবিতন্ডা করার অভ্যাস থাকলে নিজের অভ্যাস একেবারে পরিবর্তন করে ফেলুন, প্রত্যেকের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন।

(ফয়যানে শামসুল আরেফীন, পৃঃ ২৭)

তারকা দেখার সময় দোয়া:

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুসারে **"তারকা দেখার সময় দোয়া"** মুখস্থ করানো হয়। আর দোয়াটি হল:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটাকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি, পবিত্রতা তোমার জন্য। অতঃপর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। **(খাযিনায়ে রহমত, পৃঃ ৭০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত

দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো

ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد